Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

উম্মে আইমন

রোলঃ 227021136

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

উম্মে আইমন

রোলঃ 227021136

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে উম্মে আইমন, আইডিঃ 227021136 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

উম্মে আইমন

(স্বাক্ষর)

উম্মে আইমন

আইডিঃ 227021136

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

No table of contents entries found.

কুরআন হাদিসের আলোকে নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত:---

নামায দ্বীনের খুঁটি। নামাজ মুমিনের নূর। নামাজ শ্রেষ্ঠ ইবাদাত। নামাজ বেহেশতের চাবি। নামাজ মুমিনের পরিচয়। নামাজ চেহারার উজ্জ্বলতা। নামাজ দিলের নূর। নামাজ শরীরের আরাম। নামাজ সুস্বাস্থ্যের কারণ। নামাজ কবরের সঙ্গী। নামাজ আল্লাহর রহমত লাভের মাধ্যম। নামাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির কারণ। নামাজ দোযখের প্রতিবন্ধক। নামাজ দোয়া কবুলের মাধ্যম। নামাজ অত্যাধিক নেক অর্জনের হাতিয়ার। মহান আল্লাহ তায়ালা মানুষ সৃষ্টি করেছেন। মানুষ সৃষ্টি করার পর মানুষকে কিছু দায়িত্ব দিয়েছেন। সে দায়িত্ব-সমূহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হচ্ছে মহান আল্লাহ তায়ালার উপর ইমান আনয়ন করা। তাঁকে খালিক বা সৃষ্টিকর্তা হিসেবে মেনে নেওয়া। তাঁকে রব বা পালনকর্তা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া। রাযযাক বা রিযিকদাতা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া। কুরআন মাজীদকে তাঁর পক্ষ হতে নাযিলকৃত কিতাব বলে বিশ্বাস করা। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শেষ নবী হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া ইত্যাদি।

ঈমানের আনয়েনের পর দ্বিতীয় দায়িত্ব হচ্ছে, যে খালিক সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদাত করা। যে রাযযাক রিযিক প্রদান করেন তাঁর আদেশ পালন করা। যে রব লালন পালন করেন তাঁর ইবাদত করা। আমরা যেহেতু আমাদের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ তায়ালার উপর ইমান আনয়ন করেছি অর্থাৎ প্রধান দায়িত্ব পালন করেছি সেহেতু আমাদের উপর দ্বিতীয় দায়িত্ব হচ্ছে ইবাদাত করা। ইবাদাত দুইভাবে করতে হয়। এক. শরীরের মাধ্যমে। দুই. অর্থসম্পদের মাধ্যমে।

যে সমস্ত ইবাদত করতে শরীরের প্রয়োজন হয় সেসমস্ত ইবাদাত হল— শারীরিক ইবাদাত, যেমনঃ নামাজ ও রোজা। নামাজ পড়তে অর্থ সম্পদ, টাকা-পয়সা, সোনা-গহনার প্রয়োজন হয় না; বরং নামাজ পড়তে শরীর লাগে (দাঁড়াতে হয়, রুকু করতে হয়, মাথাটা জমিনে লাগিয়ে সিজদা করতে হয়, ওঠা-বসা করতে হয় ইত্যাদি)। অনুরূপ রোজার বিষয়টিও (রোজা রাখতে হলে নিজ উদরকে পানাহার থেকে বিরত রাখতে হয় এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করতে হয়)। এসব হচ্ছে শারীরিক ইবাদাত।

আর কিছু ইবাদত রয়েছে যেগুলো সম্পাদন করতে অর্থসম্পদের প্রয়োজন হয়। যেমন: যাকাত ও দান-সাদকা (যাকাত প্রদান করতে টাকা-পয়সা, সোনা-দানার প্রয়োজন হয়। দান সাদকা করতে অর্থসম্পদের প্রয়োজন হয়)।

এভাবে শারিরীকভাবে আল্লাহর ইবাদাত করতে হয়। আবার অর্থ -সম্পদের মাধ্যমেও আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করতে হয়। উভয় ধরনের ইবাদাত করা আমাদের উপর ফরজ।

কুরআন হাদিসের আলোকে নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত

সম্মানিত হাযিরিন, শারীরিক ইবাদাতসমূহের মাঝে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত হচ্ছে নামাজ। পবিত্র কুরআন মাজীদে মহান আল্লাহ তায়ালা দু'চারবার নয়, প্রায় আশিবার নামাজের আলোচনা করেছেন। কখনো আমাদেরকে নামাজের আদেশ করেছেন। কখনোবা নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। কোথাও নামাজের উপকারিতা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। কোথাও নামাজ না পড়ার শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন।

নামায দ্বীনের খুঁটি। নামাজ মুমিনের নূর। নামাজ শ্রেষ্ঠ ইবাদাত। নামাজ জান্নাতের চাবি। নামাজ মুমিনের পরিচয়। নামাজ মুমিন- মুনাফিকের মাঝে পার্থক্যকারী।নামাজ চেহারার উজ্জ্বলতা। নামাজ গোনাহ মোচনকারী। নামাজ দিলের নূর। নামাজ শরীরের আরাম। নামাজ সুস্বাস্থ্যের কারণ। নামাজ কবরের সঙ্গী। নামাজ দলীল। নামাজ নাজাতের কারণ। নামাজ আল্লাহর রহমত লাভের মাধ্যম। নামাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির কারণ। নামাজ দোযখের প্রতিবন্ধক। নামাজ দোয়া কবুলের মাধ্যম। নামাজ অত্যাধিক নেক অর্জনের হাতিয়ার। নামাজ আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের সোপান। নামাজ মুমিনের মেরাজ।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা আমার উম্মতের উপর সর্বপ্রথম নামাজ ফরজ করেছেন। আর কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম নামাজেরই হিসাব হইবে।

শরীয়তে ইসলামে নামাজ এতই গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত যে, যেকোনো উপায়ে আপনাকে নামাজ পড়তেই হবে। ইসলামে সবকিছুর বিকল্প আছে কিন্তু নামাযের কোনো বিকল্প

নেই। এ দেহে যত দিন প্রাণ থাকবে, যতদিন হুঁশ থাকবে ততদিন পর্যন্ত নামাজ পড়তেই হবে। নামাজ ছাড়ার ও কাযা করার কোনো সুযোগ নেই।

একটু ব্যাখ্যা করলে বিষয়টি খুব সহজেই বুঝতে পারবেন।

(১) নামাজ পড়তে অযু লাগে। আর অযু করতে পানি লাগে। ধরুন, আপনি এমন এক জায়গায় আছেন যেখানে অযু করার মতো পবিত্র পানি খুঁজে পাচ্ছেন না। এদিকে নামাজের ওয়াক্ত প্রায় শেষ হয়ে যাচ্ছে। তখন আপনি কী করবেন? অযুর জন্যে পানি পাচ্ছেন না বলে নামাজ ছেড়ে দিবেন? না, কখনো না। সে অবস্থায় আপনাকে অযুর বিকল্প হিসেবে মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নামাজ আদায় করতে হবে। শরীয়ত অযুর বিকল্প তায়াম্মুমের বিধান দিয়েছি কিন্তু নামাজের বিকল্প কিছু দেয় নি।

(২) নামাজ পড়তে পাক কাপড় লাগে। পাক কাপড়ের ব্যবস্থা করতে সম্ভব না হলে নাপাক কাপড় পড়ে যথাসম্ভব ধুয়ে নামাজ আদায় করতে হবে।

(৩) নামাজ পড়তে জায়গা পাক লাগে। আল্লাহ তায়ালা পাক জায়গার অভাব রাখেন নি। কবর ও বাথরুম-টয়লেট ব্যাতিত পুরো জমিনটাই উম্মতে মুহাম্মদীর জন্যে মসজিদ বানিয়ে দিয়েছেন। ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন: দুই পা, দুই হাটু, দুই হাতের তালু ও কপাল এবং নাক রাখার জায়গাটুকু পবিত্র হলেও নামাজ আদায় হয়ে যাবে।

(৪) সতর ঢেকে নামাজ আদায় করতে হয়। সতর ঢাকার মতোও কাপড় না থাকলে উলঙ্গ অবস্থায় নির্জনস্থানে নামাজ আদায় করতে হবে। কাপড় নেই বলে নামাজ ছেড়ে দেওয়া যাবে না।

(৫) জামাতের সাথে নামাজ আদায় করতে হয়। জামাতে আসার সুযোগ না হলে ঘরে থাকলে ঘরে নামাজ আদায় করতে হবে। দোকানে থাকলে দোকানে। অফিসে থাকলে অফিসে। ক্ষেত-খামারে থাকলে খেত খামারে নামাজ আদায় করতে হবে।

(৬) কেবলার দিকে মুখ করে নামাজ আদায় করতে হয়। আপনি এমন এক অজানা অচেনা জায়গায় গেলেন যেখানে যাওয়ার পর আপনি কিবলা সনাক্ত করতে পারছেন না। তখন সময় আপনাকে মনের সাথে বুঝাপড়া করে অর্থাৎ আপনার মনের ঝোঁক যেদিকে প্রবল হবে সেদিকটাকে কেবলা ধরে নামাজ আদায় করতে হবে। তবুও কেবলা চিনি না এ অজুহাতে নামাজ ছাড়া যাবে না।

(৭) ওয়াক্ত মতো নামাজ আদায় করতে হয়। ওয়াক্ত মতো নামাজ আদায় করতে না পারলে পরে কাযা আদায় করতে হবে তবুও নামাজ ছাড়া যাবে না।

(৮) ফরজ নামাজ দাঁড়িয়ে আদায় করতে হয়। হাঁটুতে, পায়ে বা কোমরে ব্যথা হওয়ার কারণে যদি দাড়ানোর মত ক্ষমতা না থাকে। তাহলে বসে বসে নামজ আদায় করতে হবে। আর যদি বসার ও সুযোগ না থাকে তাহলে শুয়েশুয়ে ইশারায় নামাজ আদায় করতে হবে। তবুও দাঁড়াতে পারিনা, বসতে পারিনা এই অজুহাতে নামাজ কাযা করা যাবে না।

(৯) নামাজে কেরাত পড়তে হয়। সূরা পড়তে হয়। দেখেন আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্যে কত সহজ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন নি যে বান্দা! নামাজে সুরা বাকারার মতো লম্বা সূরা দিয়ে নামাজ আদায় করো। আল্লাহ তায়ালা বলেন নি, সুরা আলে ইমরান বা সূরা ইয়াসিন দিয়ে নামাজ আদায় করতে হবে অন্যথায় নামাজ হবে না। এরকম কঠিন বিধান দেন নি। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

فاقرءو ما تيسر من القرأن

বান্দা কুরআনের যেখান থেকে তোমার সহজ লাগে সেখান থেকে নামাযে পাঠ করো। শুধু তাই নয় রাব্বুল আলামিন আপনার আমার সহজতার জন্যে সূরা কাউসারের মতো মাত্র তিন আয়াত দিয়ে চল্লিশটা অক্ষর দিয়ে সূরা নাজিল করেছেন। চার আয়াত দিয়ে সুরা ইখলাস নাযিল করেছেন। সুতরাং সুরা কেরাত পারি না এই ছুতানাতা দিয়ে নামাজ ছাড়া যাবে না।

(১০) সফর অবস্থা একটি কঠিন অবস্থা। সফরে গেলে একটা রাত কাটাতেও টাকার প্রয়োজন হয়। এক গ্লাস পানি খেতে চাইলেও টাকা দিয়ে কিনে খেতে হয়। একটু প্রস্রাব করতে হলেও টাকা দিয়ে করতে হয়। সেজন্যে নামাজ পড়তে বান্দার কষ্ট হয় বিধায় আল্লাহ তায়ালা নামাজ কসর করার অনুমতি দিয়েছেন অর্থাৎ সফর অবস্থায় বান্দা চার রাকাতের স্থলে দুই রাকাত নামাজ আদায় করলেই যথেষ্ট হয়ে যাবে।

দেখুন, সফরে গেলে ফরজ রোজা রাখা বা না রাখার স্বাধীনতা আছে। কিন্তু নামাজ ছাড়ার কোনো সুযোগ নাই। সুতরাং এবার বুঝুন আপনার আমার উপর নামাজের গুরুত্ব কী পরিমাণ।

কুরআন হাদিসের আলোকে নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত

নামাজের গুরুত্ব সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:
إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد حاب وخسر.

কেয়ামতের দিন বান্দার কাছে সর্বপ্রথম নামাজের বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হবে। নামাজের হিসেব নেওয়া হবে। কেয়ামতের দিন জিজ্ঞেস করা হবে না বান্দা দুনিয়াতে তোমার কয়টা বাড়ি ছিল।কয়টা গাড়ি ছিল? কতখানি জমি ছিল। কোন এলাকার নেতা ছিলা? কোন আসনের এমই ছিলা? এসব বিষয়ে আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন না।আল্লাহ তায়ালা আপনার আমার কাছে সর্বপ্রথম যে প্রশ্নটা রাখবেন তা হচ্ছে বান্দা নিয়মিত নামাজ পড়েছ কিনা? সঠিকভাবে নামাজ পড়েছ কিনা? হিসেব দাও। যদি সঠিকভাবে নামাজের হিসাব দিতে পারে তাহলে সে সফলকাম হয়ে যাবে। আর যদি হিসেবে গরমিল হয় তাহলে সে ধরা পড়ে যাবে। সে ব্যর্থ হয়ে যাবে। তিরমিজি, সহীহ হাদিস

من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة من النار يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ونجاة وبرهانا وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وابي ابن خلف .

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রাযিঃ থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন নামাজ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, যে ব্যক্তি নামাজের হেফাজত করবে (নামাজ) তার জন্য নূর, দলীল ও নাজাতের উপায় হবে। আর যে ব্যক্তি নামাজের হেফাজত করবে না তার কোনো নূর, দলীল ও নাজাতের ব্যবস্থা হবে না। সে কেয়ামতের দিন কাড়ুন, ফেরআউন, হামান ও উবাই ইবনে খালফের সাথে থাকবে। —মিশকাতুল মাসাবিহ, হাদিস নং ৫৭৮

উলামায়ে কেরাম বলেন,

ধন সম্পদের কারণে যারা নামাজ ছেড়ে দিয়েছিলো তাদের হাশর হবে কারুনের সাথে। নেতৃত্ব ও রাজনীতির কারণে যারা নামাজ পড়েনি তাদের হাশর হবে ফেরাউনের সাথে।

চাকরি বাকরির কারণে যারা নামাজ পড়েনি তাদের হাশর হবে হামানের সাথে।

ব্যবসা বাণিজ্যের কারণে যারা নামাজ পড়েনি তাদের হাশর হবে উবাই ইবনে খালফের সাথে।

মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর সমস্ত ফরমান আসমান থেকে হযরত জিবরাইল আ.কে দিয়ে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। আর নামাজ এমন এক মহান ইবাদাত, যা আল্লাহ তায়ালা জিবরাইল আ কে দিয়ে দুনিয়াতে পাঠান নাই বরং আল্লাহর রাসূল সাহিবে মিরাজ হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুনিয়া থেকে সাত আসমানের উপর তুলে নিয়ে সেখানে নামাজ ফরজ করেছেন। রোজা ফরজ হয়েছে জমিনে আর নামাজ ফরজ হয়েছে আসমানে। যাকাত ফরজ হয়েছে জমিনে আর নামাজ ফরজ হয়েছে আসমানে। অন্যান্য বিধান নাযিল হয়েছে ফেরেশতার মাধ্যমে আর নামাজের বিধান স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা সরাসরি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى إني فرضت علي أمتك خمسَ صلوات وعهدت عندي عهدا أنه من جاء يحافظ...ابن ماجة

নামাজ ফরজ করার পর আল্লাহ তায়ালা ওয়াদা করেছেন। ‘ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে মুহাম্মাদ, আমি তোমার উম্মতের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করে দিলাম। আর আমি ওয়াদা দিলাম, যে ব্যক্তি এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ নির্ধারিত ওয়াক্তে আদায় করবে আমি আল্লাহ তায়ালা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাব। আর যে ব্যক্তি নামাজের হিফাজত করবে না তার জন্যে আমার কোনো ওয়াদা নেই। (ইবনে মাজাহ ৪৩০)

কিয়ামতের দিন লক্ষকোটি বনী আদম যখন বিচারের মাঠে উপস্থিত হবে। আল্লাহ তায়ালা তখন জিজ্ঞেস করবেন, দুনিয়ার বুকে কারা আমাকে সিজদা করেছ? হাত উঠাও, সেদিন সবাই হাত উঠিয়ে বলবে আমরা সিজদা করেছি, নামাজি-বেনামাজি, কাফের-মুশরিক সবাই হাত উঠাবে। কেউ বাদ থাকবেনা। তখন আল্লাহ তায়ালা বলবেন ঠিক আছে তাহলে পরীক্ষা হয়ে যাক, এই মুহুর্তে সবাই আমাকে সিজদা করো। তখন সবাই আল্লাহু আকবার বলে সিজদায় চলে যাবে। সবাই যখন সিজদায় চলে যাবে একদল মানুষ তখন দাঁড়িয়ে থাকবে। সিজদা করতে পারবে না। শত চেষ্টা করেও সিজদা করতে পারবে না। তাদের মেরুদন্ডের হাড্ডিটা কাঠের মতো শক্ত হয়ে যাবে। তারা কারা জানেন? বেনামাজীর দল। কেয়ামতের দিন ঐ বেনামজীর

দল ধরা খেয়ে যাব। লজ্জায় চোখ তুলে তাকাতে পারবে না। চেহারা লাল হয়ে যাবে। আল্লাহ তায়ালা তাদের বলেন, ৬৮: আল-ক্বলম,:আয়াত: ৪২,

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَّ يُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْن

(স্মরণ করো) যেদিন (যাবতীয়) রহস্য উদঘাটন হয়ে যাবে, তখন তাদের সিজদাবনত হওয়ার আহবান জানানো হবে, এসব হতভাগা ব্যক্তি (কিন্তু সেদিন সিজদা করতে) সক্ষম হবে না। সূরা কলম আয়াত ৪২

وقد كانوا يدعون الي السجود وهم سالمون ঐসব লোককে নামাজের জন্য (দৈনিক পাঁচবার আমার ঘর মসজিদে থেকে ডাকা হত) কিন্তু তারা সুস্থ সবল থাকা সত্ত্বেও নামাজে আসত না। (সূরা কলম ৪৩)

ঐ বেনামাজি -দেরকে যখন জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হবে, জাহান্নামের ফেরেশতারা জিজ্ঞেস করবে? ওরে হতভাগার দল তোরা জাহান্নামে কেন আসলি, জাহান্নামে তো কোন ভালো মানুষ আসেনা।

ما سلككم في سقر

তোদের অপরাধ কি? তারা বলবে

قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْن

আমাদের অপরাধ হচ্ছে আমরা দুনিয়াতে মুসল্লী ছিলাম না। আমরা হলাম বেনামাজির দল। এই নামাজ না পড়ার কারণে আজ আমাদের এই দুরবস্থা। (সূরা মুদ্দাসিসর আয়াত ৩৩-৪৪)

কুরআন হাদিসের আলোকে নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত,

দেহ যদি ময়লা ও নাপাক হয়ে যায়, তাহলে আমরা কি দিয়ে পরিষ্কার করি? সাবান দিয়ে? এবার বলেন আপনার অন্তরটা যদি গোনাহের ময়লা দিয়ে নাপাক ও ময়লা হয়ে যায় তাহলে কোন সাবান দিয়ে পরিষ্কার করবেন? লাইফবয়? লাক্স? কেয়া? না ভাই দুনিয়ার তামাম সাবান যদি গায়ে মেখে শেষ করে ফেলেন তবুও সরিষা দানা পরিমাণ গোনাহও অন্তর থেকে দূর হবে না। এই গোনাহ পরিষ্কার করতে হলে নামাজ নামক সাবান ব্যবহার করতে হবে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

ارءيتم لو أن نهرا بباب احدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرّآت هل يبقى من درنه شيء قال لا يبقى من درنه قال فذالك مثل الصلوات الخمس يمحوا الله بهن الخطايا

তোমাদের কারো বাড়ির দরজার সামনেই যদি একটি নদী থাকে আর সে ঐ নদীতে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে তাহলে কি তার শরীরে কোনো ময়লা থাকতে পারে? সবাই বল্ল না, তার শরীরে কোন প্রলার ময়লা থকবে না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: এটিই পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের দৃষ্টান্ত | এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা সকল পাপ মুছে নিঃশেষ করে দেন। (বুখারী ও মুসলিম)

শুধু তাই নয়, যদি কোনো ব্যক্তি নামাজের জন্যে অযু করে তাহলে সে অযুর বিনিময়েই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার গোনাহ ক্ষমা করতে থাকেন।

إذا توضأ العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خَطِيئَةٍ نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطرة الماء أو نحو هَذَا وَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتْ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ بَطَشَتْهَا ِيَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوب "

যখন কোন মুমিন অথবা মুসলিম বান্দা অযূ করে এবং মুখমণ্ডল ধৌত করে, তার মুখমণ্ডল হতে তার চোখের দ্বারা যত গোনাহ হয়েছে পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে দূর হয়ে যায়।

যখন সে তার দুহাত ধৌত করে,তখন তার দুহাত দ্বারা যত গোনাহ হয়েছে তা ওযুর পানির সাথে অথবা শেষ বিন্দুর সাথে দূর হয়ে যায়। অতঃপর সে সকল গোনাহ থেকে পবিত্র হয়ে যায়। (মুসলিম ও তিরমিজি)।

وعن أبي ذر أن النبي ﷺ خرج زمن الشتاء والورق يتهافت فأخذ بغصنين من شجرة قال فجعل ...رَوَاهُ أَحْمَد

আবু যর রাযি: থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক শীতের মৌসুমে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হলেন, আর তখন গাছের পাতা ঝরে পড়ছিল। তিনি একটি গাছের দুটি ডাল ধরে নাড়া দিলেন, ফলে গাছের পাতা ঝরতে লাগল। হযরত আবু যর রাযি বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ডাকলেন, হে আবূ যার! উত্তরে আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আমি উপস্থিত। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহর কোন মুসলিম বান্দা যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির বিধানের জন্য খালিস মনে সলাতে আদায় করে,

তার জীবন থেকে তার গুনাহসমূহ এভাবে ঝরে পড়তে থাকে যেভাবে গাছের পাতা ঝরে পড়ে। (আহমদ, সহীহ)।

নামাজ কবুল হওয়ার শর্ত

- ঈমান-আকীদা সহীহ শুদ্ধ হওয়া
- শিরকমুক্ত হওয়া
- বিদআতমুক্ত হওয়া
- মুনাফেকীমুক্ত হওয়া
- হারাম উপার্জন বর্জন করা
- সৃষ্টির ফরজ হক্ক (হাক্কুল ইবাদ) আদায় করা ও বান্দার হক্ক নষ্ট না করা

নামাজ আরবিতে পড়ার কারণ

আহমেদ হুসাইন শরীফ তার "হোয়াই প্রে ইন এরাবিক" (নামাজ কেন আরবিতে পড়া হয়?) বইতে আরবিতে নামাজ পড়ার পেছনে যে সকল কারণ বলেছেন তা হল,

- আরবি হল একটি গভীর ও বিস্তৃত ভাষা
- নামাজের জন্য একটি সাধারণ ও সার্বজনীন ভাষা
- (আরবির মাধ্যমে) ইসলামী ভ্রাতৃত্বে সংযোগ স্থাপন।
- কুরআন হল আল্লাহর সৃজনকর্ম
- কুরআনের পূর্নাঙ্গ ও পরিপূর্ণ অনুবাদ করা অসম্ভব
- কুরআনই একমাত্র (ঐশীভাবে) সংরক্ষিত ওহী
- কুরআনের নিজস্ব ছন্দ রয়েছে
- দোয়া এবং নামাজের পার্থক্য হলোঃ দোয়া হল আমন্ত্রণ বা মিনতি, যা ঐচ্ছিক, তাই তা শিথিল এবং তা যে কোন ভাষায় করা যায়, আর নামাজ হলো প্রার্থনা, যা বাধ্যতামূলক ও তার নীতিমালা কঠোর, এছাড়া জামাতে ফরজ নামাজের ক্ষেত্রে মুসলিমদের সামাজিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত রাখারও বাধ্যবাধকতা রয়েছে, একারণে নামাজ শুধু আরবিতে পড়তে হয়।
- আরবি নামাজ বুঝতে শেখা কঠিন কিছু নয় এবং তা সহজ।

পরিশেষে তিনি বলেন, "এইভাবে আমরা দেখতে পাই যে, নামাজের মাধুর্য, মর্যাদা, সৌন্দর্য এবং আধ্যাত্মিকতা মূল আরবীতে নামাজ পড়ার উপর নির্ভর করে; এবং যদি

অনুবাদে নামাজ পড়া হয়, তবে কুরআনের সাহিত্যিক এবং শৈল্পিক মূল্যবোধ হারিয়ে যেতে বাধ্য; এবং অনূদিত নামাজের ফলে সর্বপ্রথম ক্ষতিগ্রস্ত হবে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব।"

নামাজের ফরজ

নামাজের ফরজ মোট ১৪টি। আহকাম ৭ টি। আরকান ৭ টি। নামাজের বাহিরের কাজগুলিকে আহকাম বলে। আর নামাজের ভিতরের কাজগুলোকে আরকান বলে।

আহকাম

- শরীর পবিত্র হওয়া।
- কাপড় বা বস্ত্র পবিত্র হওয়া।
- নামাজের জায়গা পবিত্র হওয়া।
- সতর ঢেকে রাখা।
- কিবলামুখী হওয়া।
- ওয়াক্তমত নামাজ আদায় করা
- নামাজের নিয়্যত করা

আরকান

- তাকবীরে তাহরীমা (আল্লাহু আকবার) বলে নামাজ শুরু করা।
- দাঁড়িয়ে নামাজ পড়া।
- সুরা ফাতিহার সাথে কুরআন পড়া।
- রুকু করা।
- দুই সিজদা করা।
- শেষ বৈঠক করা।
- সালাম ফেরানোর মাধ্যমে সালাত শেষ করা।

ওয়াক্ত ও রাকাত

প্রতিদিন একজন মুসলিমকে ৫ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতে হয়। প্রথম ওয়াক্ত হল "ফজর নামাজ" সুবহে সাদিক হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত এর ব্যপ্তিকাল। এরপর "যুহর ওয়াক্ত" বেলা দ্বিপ্রহর হতে "আসর ওয়াক্ত"-এর আগ পর্যন্ত যার ব্যপ্তি। তৃতীয় ওয়াক্ত "আসর ওয়াক্ত" যা সূর্যাস্তের আগ পর্যন্ত পড়া যায়। চতুর্থ ওয়াক্ত হচ্ছে "মাগরিব ওয়াক্ত" যা সূর্যাস্তের ঠিক পর পরই আরম্ভ হয়

এবং এর ব্যপ্তিকাল প্রায় ৩০-৪৫ মিনিট। "মাগরিব ওয়াক্ত" এর প্রায় ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট পর আরম্ভ হয় "ইশা ওয়াক্ত" এবং এর ব্যপ্তি প্রায় "ফজর ওয়াক্ত"-এর আগ পর্যন্ত।

উপর্যুক্ত ৫ টি ফরজ নামাজ ছাড়াও ইশা'র নামাজের পরে বিতর নামাজ আদায় করা ওয়াজিব। এছাড়াও আরো বেশ কয়েকটি সুন্নত নামাজ ও মুসলিমরা আদায় করে থাকে।

কোন ওয়াক্ত-এর নামাজ কয় রাকাত তা দেয়া হল :

নাম	**সময়**	**ফরযের পূর্বে সুন্নত**	**ফরয**	**ফরযের পর সুন্নত**
ফযর (فجر)	ঊষা থেকে সূর্যোদয়	২ রাকাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা	২ রাকাত	-
যুহর (ظهر)	ঠিক দুপুর থেকে আসরের পূর্ব পর্যন্ত	৪ রাকাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা	৪ রাকাত	২ রাকাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা
আসর (عصر)	যোহরের শেষ ওয়াক্ত থেকে সূর্য হলুদ বর্ণ পূর্ব পর্যন্ত অন্য মতে সূর্যস্তের পূর্ব পর্যন্ত	৪ রাকাত সুন্নাতে গায়রে মুয়াক্কাদা	৪ রাকাত	-
মাগরিব (مغرب)	সূর্যাস্তের পর থেকে গোধূলি পর্যন্ত	-	৩ রাকাত	২ রাকাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা
ইশা (عشاء)	গোধূলি থেকে অর্ধ রাত পর্যন্ত	৪ রাকাত সুন্নতে গায়রে মুয়াক্কাদা	৪ রাকাত	২ রাকাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা
বিতর (وتر)	ইশার পর থেকে ফজরের পূর্ব পর্যন্ত			১ বা ৩ বা ৫ বা ৭ বা ৯ বা ১১ বা ১৩

সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) প্রতিদিন এ নামাজগুলো পড়তেন।

শুক্রবারে জুমার নামাজ যোহরের নামাজের পরিবর্তে পড়তে হয়

এশার নামাজ আদায় করার পর বেজোড় সংখ্যক রাকাত বিতর এর ওয়াজিব নামাজ আদায় করতে হয়।

আয়াতসমূহ

- "সমস্ত সালাতের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে **মধ্যবর্তী সালাতের (আসর)** ব্যাপারে। আর আল্লাহর সামনে একান্ত আদবের সাথে দাঁড়াও।" (কুরআন– ২:২৩৮)
- "আর দিনের **দুই প্রান্তেই (ফজর ও মাগরিব)** সালাত ঠিক রাখবে, এবং **রাতের প্রান্তভাগে (ইশা অথবা তাহাজ্জুদ)** পূর্ণ কাজ অবশ্যই পাপ দূর করে দেয়, যারা স্মরণ রাখে তাদের জন্য এটি এক মহা স্মারক।" (কুরআন– ১১:১১৪)
- "কাজেই তারা যা বলছে তাতে তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা (নিয়মিত) উচ্চারণ কর **সূর্যোদয়ের পূর্বে (ফজর)** ও তা **অস্তমিত হওয়ার পূর্বে (আসর)** এবং তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর **রাত্রিকালে (ইশা ও তাহাজ্জুদ)** ও **দিনের প্রান্তগুলোয় (জোহর ও মাগরিব)** যাতে তুমি সন্তুষ্ট হতে পার।" (কুরআন– ২০:১৩০)
- "তুমি ধৈর্য ধরে তোমার প্রতিপালকের হুকুমের অপেক্ষায় থাক, কারণ তুমি আমার চোখের সামনেই আছ। আর তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা ঘোষণা কর যখন তুমি উঠ (মাজলিস শেষে, অথবা বিছানা ছেড়ে কিংবা নামাযের জন্য)। আর রাত্রিকালে **(ইশা)** তাঁর প্রশংসা ও মহিমা ঘোষণা কর আর **(রাতের শেষভাগে যখন) তারকারাজি অস্তমিত হয়ে যায় (তাহাজ্জুদ, পরে ফজর)**।" (কুরআন– ৫২:৪৮-৪৯)

নামাজ পড়ার নির্দেশ

আমর ইবনে শুয়াইবের দ্বারা তার পিতা হতে বর্ণিত, তার দাদা বলেছেনঃ আল্লাহর রাসূল বলেছেনঃ তোমাদের শিশুদেরকে সাত বছর বয়সে (ফরজ) নামাজের নির্দেশ দাও, আর দশ বছর বয়স থেকে তাদের প্রহার কর যদি তারা তা না করে, আর তাদেরকে নিজ নিজ বিছানায় আলাদা করে দাও।"

—আবু দাউদ (৪৯৫)

নামাজের পুরস্কার

আনাস বিন মালিক বর্ণনা করেছেন যে: আল্লাহর রসূল, সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম (তার উপর আল্লাহর আশীর্বাদ ও শান্তি বর্ষিত হোক), বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি প্রথম তাকবীর ধরে চল্লিশ দিন পর্যন্ত আল্লাহর জন্য জামাতে (৫ ওয়াক্ত ফরজ) নামায আদায় করে, তার জন্য দু'টি নাজাত লেখা হয়ঃ জাহান্নাম থেকে মুক্তি এবং মুনাফেকী থেকে মুক্তি।

—জামে আত-তিরমিযী ২৪১, সহীহা ১৯৭৯, সহীহ আত-তারগীব ৪০৯, সহীহ আল-জামি' ৬৩৬৫

নামাজ না-পড়ার বা নামাজে অবহেলার জন্য বিধান

কুরআনে বর্ণিত নামাজ তরককারীর শাস্তির কথাগুলো মানুষ জানতে পারলে নামাজের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতে নিয়োজিত রাখবে। তাই কুরআনে ঘোষিত বেনামাজির শাস্তির কথাগুলো তুলে ধরা হলো-

আল্লাহ তাআলা বলেন,

“

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ٥٩ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ٦٠

'নবী ও হেদায়েতপ্রাপ্তদের পর এলো এমন এক অপদার্থ বংশধর, যারা নামাজ বিনষ্ট করল এবং প্রবৃত্তির পূজারি হলো। সুতরাং তারা ‘গাই’ নামক জাহান্নামের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। তবে যারা এরপর তওবা করে নিয়েছে, ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তারাই তো জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি কোনো ধরনের জুলুম করা হবে না।’ ”

— সুরা মারইয়াম : আয়াত ৫৯-৬০

- বেনামাজির অবস্থান হবে সাকার নামক জাহান্নাম। আল্লাহ তাআলা বান্দার প্রতিটি কাজের হিসাব নেবেন। আর প্রতি কাজের হিসাব দিতে না পারলে শাস্তি অবধারিত। শাস্তি প্রাপ্ত মানুষকে তাদের অপরাধে কথা জিজ্ঞাসা করা হলে তারা তাদের অপরাধগুলোও বলতে থাকবে। আল্লাহ তাআলা কুরআনে সে কথা তুলে ধরেন এভাবে-

“

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ٤٢ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ٤٣

‘কোন জিনিস (কাজ) তোমাদেরকে (সাকার) জাহান্নামে নিয়ে এল? তারা বলবে আমরা নামাজিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না। ”

— সুরা আল-মুদ্দাচ্ছির : আয়াত ৪২-৪৩

- **যথাযথভাবে নামাজ না পড়ার শাস্তি**যারা মোটেও নামাজ পড়ে না বা পড়লেও করে অবহেলা ও অলসতা। অথবা নামাজে দেরি করে। লোক দেখানো নামাজ পড়ে। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন-

“ ْفَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾ الَّذِين هُم ﴿٦﴾

‘সুতরাং দুর্ভোগ (ওয়াইল নামক জাহান্নামের কঠিন শাস্তি) সেসব নামাজ আদায়কারীদের জন্য যারা তাদের নামায সম্পর্কে উদাসীন। যারা তা লোকদের দেখানোর জন্য আদায় করে ’

- **হাশরের ময়দানে যেসব বেনামাজি অপমানিত হবে।**দুনিয়াতে যারা যথাযথভাবে নামাজ আদায় করবে, পরকালে তারা আল্লাহর নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গে সেজদায় লুটিয়ে পড়বে। আর যারা দুনিয়াতে যথাযথভাবে নামাজ পড়বে না, লোক দেখানো কিংবা সুনাম লাভের আশায় নামাজ পড়তো তারা সে দিন সেজদা করতে পারবে না। বরং তারা হবে অপমানিত ও লাঞ্ছিত। আল্লাহ তাআলা বলেন-

“ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٤٢﴾ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُون ﴿٤٣﴾

‘(স্মরণ কর) সেই চরম সংকটময় কিয়ামত দিবসের কথা যেই দিন তাদেরকে আহবান করা হবে সেজদা করার জন্য কিন্তু তারা তা করতে সক্ষম হবেনা। তাদের দৃষ্টি অবনত হবে, হীনতা তাদের আচ্ছন্ন করবে অথচ যখন তারা নিরাপদ ছিল, তখন তো তাদের সেজদা করার আহ্বান করা হতো (কিন্তু তারা সেজদা করেনি)।’ ”

— সুরা আল-কালাম : আয়াত ৪২-৪৩

নামায পরিত্যাগকারীর হুকুম

যে ব্যক্তি নামাযকে অবহেলা করে নামায পরিত্যাগ করে, এর ফরয অস্বীকার করে, জেনেও যে আল্লাহ তা আদায় করতে আদেশ করেছেন, তাহলে উম্মতের ঐক্যমতের দ্বারা সে মুরতাদ এবং কাফের। যে কেউ এর অস্তিত্ব সম্পর্কে অজ্ঞতা থেকে এটি ত্যাগ করে, যে ইসলামে নতুন, তাকে কাফের বলে বিবেচনা করা হয় না, তবে তাকে শিক্ষা দেওয়া হয় এবং আদেশ করা হয়। ইবনে আবদ আল-বার বলেন: মুসলমানরা সর্বসম্মতভাবে একমত যে, যে ব্যক্তি সালাতের ফরজ অস্বীকার করে সে কাফের এবং সে তার কুফর থেকে তওবা না করলে তাকে হত্যা করা হবে।

নিচের টেবিলে নামাজকে অবজ্ঞা বা সাধারণভাবে নামাজ পরিত্যাগকারীদের হুকুম বর্ণনা করা হলো:

মাযহাব	**নামায পরিত্যাগকারীর হুকুম (সংক্ষেপে)**	**মন্তব্য**
হানাফি	ফাসিক	তাকে বন্দী করা হয় যতক্ষণ না সে প্রার্থনা করে, এবং তাকে মারধর করা হয় যতক্ষণ না তার থেকে রক্ত প্রবাহিত হয়।
মালেকি	ফাসিক	বারংবার নামার ত্যাগ করার জন্য কুফরির শাস্তি হিসেবে তাকে হত্যা করা হবে
শাফিয়ি	ফাসিক	বারংবার নামার ত্যাগ করার জন্য কুফরির শাস্তি হিসেবে তাকে হত্যা করা হবে
হাম্বলি	কাফির	তবে সাধারণতঃ তাকফির করা হয়না। তাকফির করার জন্য অন্যান্য আরও শর্ত প্রয়োগ করা হয়।
শিয়া	ফাসিক	-

ইবনে উসাইমিনের মতে, সালাত আদায়কারী মুসলিম নারীর সাথে বেনামাযীর বিয়ে দেওয়া নাজায়েয। তার অভিভাবকত্ব বিলুপ্ত, তার জবাহকৃত গোশত খাওয়া নাজায়েয, সে তার কোনো আত্মীয়ের সম্পত্তির অংশ পাবে না। তেমনি তার আত্মীয়গণও তার থেকে কোনো অংশের অধিকারী হবে না, মারা গেলে তার জানাযা আদায় করা যাবে না, তার ক্ষমা ও করুণার জন্য দো'আ করা যাবে না, মুসলিমদের কবরস্থানে দাফন করা হবে না এবং সে দীনী ভাই হিসেবে গণ্য হবে না, বরং তার থেকে বিমুখ হওয়া ও তার সাথে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন ছিন্ন করা ওয়াজিব। বেনামাযীকে কবরে শাস্তি দেওয়া হবে, যেমন সহীহ বুখারীতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক স্বপ্নের বর্ণনায় রয়েছে: “তিনি চিৎ অবস্থায় শায়িত এক ব্যক্তির নিকট আসলেন, এমতাবস্থায় একটি পাথর

হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে অন্য একজন, অতঃপর সে উক্ত পাথর দিয়ে তার (শায়িত ব্যক্তির) মাথায় আঘাত করছে, যার ফলে তার মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে, পাথরটি ছিটকে দূরে চলে যাচ্ছে, পুনরায় সে দৌড়ে গিয়ে পাথরটি নিয়ে ফিরা মাত্র উক্ত ব্যক্তির মাথা পূর্বের ন্যায় ঠিক হয়ে যাচ্ছে। পুনরায় ঐ ব্যক্তি আপন স্থানে ফিরে তাকে ঐ ভাবেই (শাস্তি) দিচ্ছে যেভাবে প্রথমবার দিয়েছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেন তখন দুই ফিরিশতা তাঁকে অবহিত করেন যে, এতো ঐ ব্যক্তি যে কুরআন পড়ত, কিন্তু তার প্রতি আমল করত না এবং ফরয সালাত ছেড়ে ঘুমাত।

নামায ভঙ্গের কারণ

১. নামাযে অশুদ্ধ পড়া।

২. নামাযের ভিতর কথা বলা।

৩. কোন লোককে সালাম দেওয়া।

৪. সালামের উত্তর দেওয়া।

৫. উহঃ আহঃ শব্দ করা।

৬. বিনা উযরে কাশি দেওয়া।

৭. আমলে কাছীর করা।

৮. বিপদে কি বেদনায় শব্দ করিয়া কাদা।

৯. তিন তাসবীহ পরিমাণ সময় সতর খুলিয়া থাকা।

১০. মুক্তাদি ব্যতীত অপর ব্যক্তির লুকমা নেওয়া।

১১. সুসংবাদ ও দুঃসংবাদের উত্তর দেওয়া।

১২. নাপাক জায়গায় সিজদা করা।

১৩. ক্বিবলার দিক হইতে সীনা ঘুরিয়া যাওয়া।

১৪. নামাযে কুরআন শরীফ দেখিয়া পড়া।

১৫. নামাযে শব্দ করিয়া হাসা।

১৬. নামাযে দুনিয়াবী কোন কিছুর প্রার্থনা করা।

১৭. হাচির উত্তর দেওয়া

(জওয়াবে “ইয়ারহামুকাল্লাহ” বলা)।

১৮. নামাযে খাওয়া ও পান করা।

১৯. ইমামের আগে মুক্তাদি দাড়ানো বা খাড়া হওয়া।

নামাজ মাকরূহ হওয়ার কারণ

১। পেশাব পায়খানার চাপ অনুভব করার পর তা নিয়ে নামাজ আদায় করলে নামায মাকরুহ হবে।

২। নামাজের মধ্যে শরীরের কাপড় বা অন্য কোন জিনিস নাড়াচাড়া করলে নামাজ মাকরুহ হবে।

৩। দাঁড়িয়ে অহেতুক হাত লাগানো বা ধূলা ইত্যাদি পরিষ্কার করা।

৪। ধুলাবালি হতে কাপড় পরিষ্কার রাখার জন্য সতর্কতার সাথে নামাজের রুকুন আদায় করা।

৫। নামাজে নিম্ন মানের পোশাক পরিধান করা। যে পোশাক পরে সাধারণত কোনো মজলিস বা অনুষ্ঠানে যেতে পছন্দ করে না।

৬। নামাজের মধ্যে কনুই পর্যন্ত খোলা রাখা।

৭। নামাজের মধ্যে পুরুষের মাথার চুল বেঁধে রাখা।

৮। নামাজের মধ্যে আঙ্গুল ফোটানো।

৯। নামাজের মধ্যে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে নামাজ মাকরুহ হবে।

১০। নামাজের মধ্যে ঘাঁড় ফিরিয়ে তাকানো। যদি ঘাড় কাবার দিক হতে ঘুরে যায় তবে নামাজ ভেঙে যাবে।

১১। নামাজের মধ্যে বিনা কারণে চোখ বাঁকিয়ে তাকানো।

১২। মহিলাদের উভয় পা খাড়া করে বসা।

১৩। শুধু কপাল মাটিতে ঠেকিয়ে সিজদা করা।

১৪। সিজদার মধ্যে পুরুষের উভয় হাত কনুই পর্যন্ত মাটিতে বিছিয়ে রাখা।

১৫। এক তাসবীহ পরিমাণ পা মাটিতে রাখার পর বিনা কারণে এক পা উঠিয়ে রাখা; বা সেজদার মধ্যে দুই পা উপরে উঠিয়ে রাখা।

১৬। হাত বা পায়ের আংগুল সমূহ কিবলার দিক হতে অন্যদিকে ফিরিয়ে রাখা।

১৭। নামাজের মধ্যে ইচ্ছাকৃত হাই তোলা।

১৮। চোখ বন্ধ করে নামাজ পড়া।

১৯। বিনা কারণে নামাজের মধ্যে থুতু ফেলা।

২০। হাত কিংবা মাথার ইশারায় সালামের জবাব দেওয়া।

২১। রুকুর মধ্যে হাঁটুতে হাত না রাখলে নামাজ মাহরুহ হবে।

২২। উভয় সেজদার মাঝের বৈঠকে বা প্রথম বৈঠক বা শেষ বৈঠকে উরুর উপর হাত না রাখা।

২৩। নামাজের মধ্যে ইচ্ছাকৃত সুন্নতের খেলাফ কাজ করা এবং অহেতুক নামাজের মধ্যে মশা, পিঁপড়া বা উকুন মারা।

২৪। পয়সা বা এই জাতীয় কোন কিছু মুখের ভেতর রেখে নামাজ পড়া।

২৫। নামাজের মধ্যে ইচ্ছা করে গন্ধ বা ঘ্রাণ নেয়া।

২৬। পরিধান করা পোশাক বা পাখা দিয়ে বাতাস করা।

২৭। মুখমন্ডল ঢেকে রেখে নামাজ আদায় করলে সালাত মাকরুহ হবে।

২৮। নিজের পরিধান করা কাপড় বা চাদর এমন ভাবে জড়িয়ে নামাজ আদায় করা যেন তা থেকে হাত বের করতে অনেক কষ্ট হয়।

২৮। পাগড়ির উপর সেজদা করলে নামাজ মাকরুহ হবে।

২৯। জামা ব্যবহার করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও শুধু লুঙ্গি বা পায়জামা পরিধান করে নামাজ পড়া।

৩০। দুই কাঁধে চাদর বা কাপর পেঁচিয়ে নামাজ আদায় করা।

৩১। প্রাণীর ছবি যুক্ত পোশাক পরে নামাজ আদায় করা।

৩২। লোভনীয় খাবার মজুদ রেখে নামাজ আদায় করা।

৩৩। জলন্ত আগুন সামনে রেখে নামাজ আদায় করা।

৩৪। যে জায়গায় নামাজ আদায় করলে নামাজের ভিতরে অন্য মনস্ক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেখানে নামায পড়া।

৩৫। কারো যায়গায় তার অখুসি বা বাধা সত্ত্বেও নামাজ আদায় করা।

৩৬। নাপাক স্থানের পাশে দাড়িয়ে নামাজ পড়া।

৩৭। বায়তুল শরীফের ছাদে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করা।

৩৮। বিনা কারণে উঁচু বা নিচু জায়গায় সেজদা করা।

৩৯। বিনা কারণে নামাজে কোন কিছুর সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা।

৪০। সামনের কাতারে জায়গা থাকার পরও পিছনের কাতারে দাঁড়িয়ে একা একা নামাজ পড়া।

৪১। রুকু সিজদা সহ নামাজের কোনো আমলে মুক্তাদী ইমামের আগে চলে গেলে তা মাকরুহ তাহরীমী হবে।

৪২। নামাজের মধ্যে আঙ্গুল দিয়ে সুরা আয়াত বা তাসবিহ গণনা করা যাবেনা। এতে মাকরুহ হবে।

৪৩। প্রথম রাকাতের চেয়ে দ্বিতীয় রাকাত লম্বা করা।

৪৪। ফরজ নামাজের একই রাকাতে কোন সূরা বা আয়াত বার বার পাঠ করা।

৪৫। কিয়ামের হালতে সূরা শেষ না করে, রুকুতে গিয়ে ও তার কিছু অংশ তেলাওয়াত করা।

৪৬। কোনো রাকাতের জন্য কোনো সূরাকে এমন ভাবে নির্দিষ্ট করা, যে কেউ উক্ত সূরা ছাড়া নামাজ আদায় করে না।

৪৭। ফরজ নামাজে কুরআনের ধারাবাহিক নিয়ম বজায় না রেখেই কেরাত পড়া।

অন্যান্য নামাজ

নামাজের মধ্যে মূল হলো ফরয নামাজ । এই ফরজ নামাজ ছাড়াও মুসলমানগণ আরো কিছু নামাজ আদায় করে থাকেন। আবশ্যকীয়তার স্তরভেদে সেগুলোকে বিভিন্ন নামে নামকরণ করা হয়ে থাকে। তবে শ্রেণিবিভাগ অনুসারে ফরয ছাড়া বাকি নামাজগুলোকে ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফল এই তিনভাগে ভাগ করা যায়।

ওয়াজিব নামাজ

অধিকাংশ আলেমের মতে, নিয়মিত ওয়াজিব নামাজ হচ্ছে বিতর নামাজ, তবে বিতর নামাজকে সমস্ত মাযহাবে ওয়াজিব নামাজ হিসেবে গন্য করা হয় না। যেমন সালাফি আলেমগণের মতে এটি সুন্নত নামাজের অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেকদিন এশার নামাজের পর হতে সুবহে সাদিক পর্যন্ত এই ওয়াজিব নামাজের সময় থাকে। এছাড়া কোন নফল নামাজের নিয়ত করে নামাজ শুরু করলে তা আদায় করা ওয়াজিব হয়ে যায়। এছাড়া দুই ঈদের নামাজ আদায় করাও ওয়াজিব ।

সুন্নাত নামাজ

আরও তথ্যের জন্য দেখুন: সুন্নাত নামাজ

নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) যেই নামাজগুলো আদায় করতেন, তাকে সুন্নাত নামাজ বলে। সুন্নাত নামাজ দুই প্রকার। ১. সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ ২. সুন্নাতে যায়েদাহ

- সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ বলতে ঐসব নামাজকে বুঝায়, যেগুলো নবী (সা:) নিয়মিত আদায় করতেন। কখনো পরিত্যাগ করতেন না ।
- সুন্নাতে যায়েদাহ বলতে বুঝায়, ইসলামের নবী মুহাম্মাদ (সা:) যেসব সুন্নাত নিয়মিত আদায় করতেন না। বরং প্রায় সময় আদায় করতেন ।

নফল নামাজ

- নফল নামাজ হলো এক প্রকার ঐচ্ছিক নামাজ। নামাজের নিষিদ্ধ সময় ব্যতিত অন্য যেকোন সময়ে তা আদায় করা যায় ।
- বিভিন্ন প্রকারের নফল নামাজ আদায়ের প্রমাণ হাদিস সমূহে বর্ণিত আছে।
- নফল নামাজ সমূহ সাধারণত ২ রাকাত করে আদায় করতে হয়। তবে চার রাকাত করেও আদায় করা যায় ।

জানাযার নামাজ

জানাযা একটি বিশেষ প্রার্থনা যা কোনো মৃত মুসলমানকে কবর দেয়ার পূর্বে অনুষ্ঠিত হয়। ইসলামের পরিভাষায় এটি জানাযার নামাজ নামে অভিহিত হয়। মুসলমান অর্থাৎ ইসলাম ধর্মামলম্বীদের জন্য এটি ফরযে কেফায়া । সমাজের মুসলমানদের জন্য আবশ্যকীয় দায়িত্ব হলো কোনো মুসলমানের মৃত্যু বরণ করলে তাকে দাফন করার পূর্বে অবশ্যই জানাযার নামাজ আদায় করতে হবে। তবে কোনো এলাকা বা গোত্রের পক্ষ থেকে কয়েকজন আদায় করলে সকলের পক্ষ থেকে তা আদায় হয়ে যায়।

জানাযার নামাজ একজন ইমামের নেতৃত্বে জামাতের সাথে দলবদ্ধভাবে হয়। অংশগ্রহণকারীরা কাতারবদ্ধ বা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে এ নামায আদায় করেন। এটি ৪ তকবিরের সাথে আদায় করতে হয়। দাঁড়িয়ে এ নামাজ আদায় করতে হয় । জানাযা শেষে মৃতব্যক্তিকে অবিলম্বে গোরস্থানে নিয়ে যেতে হয় এবং ইসলামী রীতিতে কবর তৈরী করে দাফন করতে হয়।

জানাজা নামাজের নিয়ম

ইসলামের বিধান অনুসারে—প্রথমে দাড়িয়ে এই নিয়ত করতে হয় যে, "আমি এই ইমামের পিছনে চার তাকবিরের সাথে জানাজার ফরজে কিফায়া নামাজ আদায় করিতেছি "। এরপর আল্লাহু আকবার বলে তাকবির দিবে । প্রথম তাকবিরের পর "সানা" পড়বে । দ্বিতীয় তাকবিরের পর "দুরুদ শরীফ" ও তৃতীয় তাকবিরের পর "জানাজার দোয়া" পড়বে । এরপর চতুর্থ তাকবিরের পর সালাম ফিরাবে ।

তথ্যসূত্র

- ↑ নাজিব, আসিম (২৯ ডিসেম্বর ২০২১)। "ফরজ নামাজ না পড়লে যে গুনাহ"। *dhakapost.com*। সংগ্রহের তারিখ ১৭ মার্চ ২০২৩।
- ↑ "ছালাতুর রাসূল (ছা:)- ছালাত বিষয়ে জ্ঞাতব্য"। *www.at-tahreek.com*। ২০১৯-১১-২৫ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২০২০-০৫-১২।
- ↑ Lane, Edward William (১৯৬৮)। *An Arabic-English Lexicon*। Beirut, Lebanon: Librairie du Liban। পৃষ্ঠা 1721। সংগ্রহের তারিখ ১৭ মে ২০২০।
- ↑ Murata, Sachiko; Chittick, William C. (১৯৯৪)। *The vision of Islam* (ইংরেজি ভাষায়)। Paragon House। আইএসবিএন 978-1-55778-516-9।
- ↑ ইংরেজি উইকিঅভিধানে نماز
- ↑ YOUSOF, GHULAM-SARWAR (৩০ ডিসেম্বর ২০১৫)। *One Hundred and One Things Malay*। Partridge Publishing Singapore। আইএসবিএন 9781482855340।
- ↑ তাখরিজুল তাহাবিয়া ১৩৯, মিশকাত ২১৩৭, তিরমিজী হাদিস নম্বরঃ ২৯১০ হাদীসের মান: সহীহ
- ↑ "সুনান আত তিরমিজী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন) | হাদিস: ২৯১০ [ ]"। *www.hadithbd.com*। সংগ্রহের তারিখ ২০২৩-০৮-১৯।
- ↑ "রাসূলুল্লাহ সা:-এর সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি"। ২৯ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২৭ জানুয়ারি ২০১৩।
- ↑ Ramzy, Sheikh (২০১২-০৭-২৩)। *The Complete Guide to Islamic Prayer (Sal$_{a}$h)* (ইংরেজি ভাষায়)। Author House। আইএসবিএন 978-1-4772-1465-7।
- ↑ সূরা নিসা:১০৩

- ↑ Salīm, ‘Amr ‘Abd al-Mun‘im (২০০৫)। *Important Lessons for Muslim Women* (ইংরেজি ভাষায়)। Darussalam। আইএসবিএন 978-9960-732-35-0।
- ↑ সূরা মুদ্দাসসির:৪
- ↑ সূরা মায়িদা:৬
- ↑ Sheriff, Ahmed H. (১ জানুয়ারি ১৯৯১)। *Why Pray in Arabic?* (ইংরেজি ভাষায়)। Bilal Muslim Mission of Tanzania। সংগ্রহের তারিখ ১১ নভেম্বর ২০২২।
- ↑ Qadiri Razavi, Muhammad Ilyas Attar (২০০৯)। *Laws of Salah* (পিডিএফ)। Karachi, Pakistan: MAKTABA-TUL-MADINA। সংগ্রহের তারিখ ৯ নভেম্বর ২০২২।
- ↑ "يدّعي الإجماع من يقول بكفر تارك الصلاة ومن يقول بعدم كفره ، فكيف نفهم حكاية الإجماع من كل منهما ؟ - islamqa.info"। *web.archive.org*। ২০১৭-১০-২৬। Archived from the original on ২০১৭-১০-২৬। সংগ্রহের তারিখ ২০২২-০৪-২২।
- ↑ "الاصول الثلاثة - المجلس 5 - محمد بن شمس الدين - YouTube"। *web.archive.org*। ২০১৯-১২-১৫। Archived from the original on ২০১৯-১২-১৫। সংগ্রহের তারিখ ২০২২-০৪-২২।
- ↑ দুররুল মুখতার 52
- ↑ আত তাফরিঈ (লেখক: ইবনে জ্বালাব)
- ↑ مغني المحتاج 1/612
- ↑ মাগনি(২/১৫৬)
- ↑ ইবনে উসাইমিন। *মাজমুউল ফাতাওয়া ইবনে উসাইমিন*। **১২**। পৃষ্ঠা ৫৫।
- ↑ মুগনি ২/১৫৭
- ↑ "সালাত পরিত্যাগকারীর ফাতওয়ার ভিত্তিতে কতিপয় বিধান আরোপ হয়"। *www.hadithbd.com*। সংগ্রহের তারিখ ১৭ নভেম্বর ২০২২। (শাইখ মুহাম্মাদ ইবন উসাইমীনের “সালাত পরিত্যাগকারীর বিধান” নামক রিসালা থেকে সংকলিত)